

Teacher's Content

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

- ☑ রাজনৈতিক দলের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম
- ☑ ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি
- ☑ সূশীল সমাজ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ
- ☑ গণ-মাধ্যম

Content Discussion

রাজনৈতিক দলের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম

যে গোষ্ঠি কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ কিছু নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তাদের রাজনৈতিক দল বলে। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হলে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা এবং নির্বাচনী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। বিশ্বে এমনও দেশ আছে যেখানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। যেমন- সৌদি আরব। সেখানে রাজপরিবার ও এর পরিষদই সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহণ করে থাকে। আবার কোথাও বা আইন করে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন : ২০০৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের দেশ উগান্ডায় সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল।

□ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য :

সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি : রাজনৈতিক দল হচ্ছে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।

ক্ষমতা লাভ : রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।

সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়। অন্যদিকে অর্থনীতির রূপরেখা বিবেচনায়ও দল ভিন্ন হতে পারে। যেমন- সমাজতান্ত্রিক দল।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তৃত থাকে। এছাড়া প্রত্যেক দলের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি থাকে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দ্বারা দল পরিচালিত হয়।

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ : আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অধিকতর। এ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণের

প্রস্তুতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনে দলীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট সংগ্রহ দলের এবং দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

তথ্য কণিকা

- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র- পরমত সহিষ্ণুতা।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা- বহুদলীয়।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভাব রয়েছে- গণতন্ত্র চর্চায়।
- বামপন্থি দলগুলোর আদর্শ- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
- ডানপন্থি দলগুলোর আদর্শ- ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই- ব্যক্তিনির্ভর।
- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা- আয়নার ন্যায়।
- রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচী উপস্থাপন করে- নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট।
- বিরোধী দলগুলোর দায়িত্ব হলো- সরকারকে সঠিক পথে রাখা।
- হরতাল, ধর্মঘাট আহ্বান করে সাধারণত- বিরোধী দলগুলো।
- এ দেশের হরতাল, ধর্মঘটের ধরন- ধ্বংসাত্মক।
- ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী- এক দলীয় শাসনব্যবস্থা।
- রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে- জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা।
- বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী- প্রধানমন্ত্রী।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে নেতৃত্ববন্ধনের কাজ করে- রাজনৈতিক দল।
- স্বাধীন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যতটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে- ৩টি।

- প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয়- রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে ।
- ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পতন হয়- স্বৈরশাসন এরশাদের ।

উপমহাদেশে রাজনৈতিক দলের ইতিহাস

□ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে লর্ড ডাফরিনের সমর্থনে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে ‘সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ (All India National Congress) নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ভারতীয় উঠতি ধনিক শ্রেণী এবং ব্রিটিশ অনুগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে কংগ্রেস বিকশিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে বলা হয়েছিল যে, “ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।” ফিরোজ শাহ্ মেহতা, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী বসু প্রমুখ মধ্যপন্থি কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সকল জাতির সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

□ মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা সম্মেলনে বসে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব মুসলমান নেতৃবৃন্দ মত বিনিময় করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ একটি স্বতন্ত্র সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এভাবেই “সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ” নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

□ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলটি পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। ১৯৫৩ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে ‘পূর্ব পাকিস্তান ছিলেন আওয়ামী লীগ’ রাখা হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মাও: আ: হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

□ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল (BNP)

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিএনপির নাম ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। বিএনপির লক্ষ্য ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নেয়া।

□ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জামায়াতে ইসলামী মূলত ভারত এবং পাকিস্তান দুইভাগে ভাগ ভাগ হয়ে যায়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের শাখা থেকে সৃষ্টি। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। বর্তমানে দলটির নিবন্ধন সম্পর্কিত বিষয় উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

□ জাতীয় পার্টি

১৯৮৬ সালে ১ জানুয়ারি এর প্রতিষ্ঠা। জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামি আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তি-এই পাঁচটিকে দলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ

দলের নাম	প্রতীক
০১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
০২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ধানের শীষ
০৩. জাতীয় পার্টি-জাপা	লাঙ্গল
০৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল
০৫. বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ি
০৬. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	গরুর গাড়ি
০৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	ছাতা
০৮. জাতীয় পার্টি-জেপি	সাইকেল
০৯. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা

১০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে
১১. গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
১২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১৩. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা

তথ্য কণিকা

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৩ জুন, ১৯৪৯।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের বর্তমান নাম- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- ৬ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল- আওয়ামী লীগ।
- আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী- শেখ হাসিনা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক।
- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ জুলাই, ১৯৫৭।
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
- বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন- রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- প্রতিষ্ঠাকালীন বিএনপির নাম ছিল- জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল।
- বিএনপির বর্তমান চেয়ারপার্সন- বেগম খালেদা জিয়া।
- জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬।
- ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে।

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

- বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের নাম- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

- বাংলাদেশে বর্তমানে বিরোধী দলের নাম- জাতীয় পার্টি।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে ‘বিকল্প সরকার’ বলা হয়- বিরোধী দলকে।
- উন্নয়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলও সরকারি দলের ন্যায় গঠন করে- ছায়া মন্ত্রিসভা।
- বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম হলো- দলীয় শাসন।
- বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সম্পর্ক- দা-কুমড়ার ন্যায়।
- জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কার্যত- দুর্বল।
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে- সরকার।
- বিরোধী দলকে রাজা ও রানির বিরোধী দল বলা হয়- ইংল্যান্ডে।
- সরকারি দলের অন্যতম ভ্রুটি হলো- বিরোধিতার জন্য কেবল বিরোধিতা করা।
- সংসদকে কার্যকর করার দায়িত্ব- সরকার ও বিরোধী দলের।
- দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত- ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের।
- If there is no opposition, there is no democracy উক্তিটি করেছিলেন- Ivor Jennings।
- বিরোধী দলের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য- মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

সুশীল সমাজ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ বলতে জনগণের সে অংশকেই বুঝায় যারা সরাসরি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় কিংবা এসব থেকে সরাসরি সুবিধা লাভ করে না সে অংশকেই বুঝায়। নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civil Society। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো তাঁর Social Contract গ্রন্থে সর্বপ্রথম Civil Society প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। রোমান ভাষায় রাষ্ট্র মানে সিভিটাস। এ সিভিটাস এর অধিবাসীরাই সিভিল। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে রাষ্ট্র ছিল নগরকেন্দ্রিক, যার অর্থ দাঁড়ায় সিভিটাস মানে রাষ্ট্র এবং সিভিল মানে রাষ্ট্রের নাগরিক। আর সোসাইটি মানে সমাজ সুতরাং Civil Society মানে হচ্ছে নাগরিক সমাজ, বা নগর সমাজ।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের ভিত্তিতেই পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। এরা এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। প্রয়োজনভেদে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

□ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

১. সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে।
৩. রাজনৈতিক সামাজিকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
৪. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
৫. রাজনৈতিক প্রচার-প্রসার সংগঠিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
৬. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
৭. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারি বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।
৮. সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈচারী হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।

তথ্য কণিকা

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের যে সকল ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে- রাজনৈতিক।
- যে সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ- উদারনৈতিক গণতন্ত্রে।
- উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়- দু ভাগে।
- বিশ্বব্যাপক ও আইএমএফ হলো এক ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে ধরনের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত- বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ।
- সুশীল সমাজ কাজ করে- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হলো- গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার।
- সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- শাসনবিভাগকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সাহায্য করে- তথ্য দিয়ে।
- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে অনেক সময় আখ্যায়িত করা হয়- সুশীল সমাজ ও এনজিও নামে।
- Almond ও Powell চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন- ৪ ভাগে। যথা: ক. প্রাতিষ্ঠানিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী; খ. স্বতঃস্ফূর্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, গ. সংগঠিত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও ঘ. অসংগঠিত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে চাপ দেয়- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

Self Study

বাংলাদেশের গণমাধ্যম

□ বাংলাদেশ বেতার

পূর্ব বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে
বাংলাদেশ বোতারের পূর্বনাম	রেডিও বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী রেডিও চ্যানেল	রেডিও মেট্রোপলিটন (বর্তমানে বন্ধ)
বেতার প্রচারিত প্রথম নাটক	কাঠ ঠোকা (বুদ্ধদেব বসু)
বাংলাদেশ সংলাপ	বিবিসির প্রচারিত অনুষ্ঠান

□ এফএম রেডিও

বাংলাদেশ বিষয়াবলি-০৯

- FM Radio এর পূর্ণরূপ- Frequency Modulation.
- বাংলাদেশের প্রথম ও ২৪ ঘন্টার এফএম রেডিওর নাম- রেডিও টুডে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের নাম- রেডিও মেট্রোপলিটন।
- রেডিও মেট্রোপলিটন চালু হয়- ১৯৯৬ সালে (বর্তমানে বন্ধ)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে চালুকৃত বেসরকারি এফএম রেডিও- ১২টি।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

- রেডিও বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ বেতার করা হয়- ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিষয় কার্যক্রম থেকে যে ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ভাষায়।
- বাংলাদেশে আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র রয়েছে- ১২টি।
- দেশের ১২তম আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র- কুমিল্লা (১৩জুন ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ প্রচারে যায়)।

□ বাংলাদেশ টেলিভিশন

বিশ্বের প্রথম দূরদর্শনের মাধ্যমে ছবি দেখানো হয়	১৯২৪ সালে, ইংল্যান্ডে
বিশ্বের প্রথম রঙিন ছবি দেখানো হয়	১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ডে
বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র	২টি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম
বাংলাদেশে টেলিভিশনের উপকেন্দ্র	১৪টি
বাংলাদেশে টেলিভিশনের পুনঃ প্রচারকেন্দ্র	১টি। (রাঙামাটিতে অবস্থিত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়	২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন ছিল	ঢাকার ডি.আইটি. ভবন (বর্তমান রাজউক ভবন)
ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯৭৫ সালে
বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়	১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে
চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে
বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল	এটিএন বাংলা (১৫জুলাই, ১৯৯৭)
বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	এনটিভি (৩ জুলাই, ২০০৩)
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল	একুশে টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০০)
বাংলাদেশের প্রথম ইসলামভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	ইসলামী টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০৭) বর্তমানে বন্ধ
'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে	১১ এপ্রিল, ২০০৪ সালে

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম.....

শিল্পী	ফেরদৌসী রহমান
নাটক	একতলা দোতলা (১৯৬৫ সালে প্রচারিত হয়)
নাট্য প্রযোজক	মনিরুল আলম
টিভি সিরিয়াল	ত্রিভুজ (১৯৯৬ সালে প্রচারিত হয়)
প্যাকেজ নাটক	প্রাচীর পেরিয়ে
বাংলা সংবাদপাঠক	হুমায়ুন চৌধুরী
ইংরেজি সংবাদপাঠক	আলম রশিদ
অনুষ্ঠান পরিচালক	কলিম শরাফী
গান	এই যে আকাশ নীল হল আজ' (রচনা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

তথ্য কণিকা

- ছবি ও শব্দ প্রেরণ যন্ত্রকে বলা হয়- টেলিভিশন।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়- ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- রাপুরা টিভি ভবনের নকশা প্রস্তুত করেন- সুইডেনের স্থপতি প্রফেসর পিটার সেলসিং এবং বাংলাদেশের মাহাবুবুল হক।
- ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ৬ মার্চ, ১৯৭৫।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-কেন্দ্র বা রিলে কেন্দ্র- ১৪ টি।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসির অনুষ্ঠান সম্প্রচার আরম্ভ করে ১ এপ্রিল, ১৯৯৩।

টেলিযোগাযোগ

- বাংলাদেশ প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০ রংপুরের মিঠাপুকুরে।
- Wi-MAX এর পূর্ণরূপ হল- World wide Interoperability for Microwave Access. এটি উচ্চ ক্ষমতার ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি সেবা। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি চালু হয় ২১ জুলাই, ২০০৯।
- ঢাকায় প্রথম সেলুলার টেলিফোন চালু হয় ৮ আগস্ট, ১৯৯৩।
- বাংলাদেশে কার্ডফোন চালু হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে।

- বাংলাদেশ টিএন্ডটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলো হলো-ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা।
- ২০০৮ সালের ১ জুলাই 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিবি)'- কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)'-এ পরিণত করা হয়।
- টেলিযোগাযোগ আইন জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালে ঢাকায়।
- ঢাকায় ১৯৮৩ সালে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল আন্তর্জাতিক ট্রান্স এক্সচেঞ্জ (আইটিএক্স) স্থাপিত হয়।
- সিলেটের নতুন উপগ্রহ ভূকেন্দ্রটি স্থাপন করেছে ব্রিটিশ টেলিকম।
- বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড- bd (১৯৯৯-এ চালু হয়)।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোন টেলিযোগাযোগ সম্পর্ক নাই।

□ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

- টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) গঠন করা হয়।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের সংখ্যা সর্বমোট ৪টি। এগুলো বেতবুনিয়া, তালিাবাদ, মহাখালী ও সিলেট।
- তালিাবাদ অবস্থিত গাজীপুর জেলায়। কেন্দ্রটি চালু হয় জানুয়ারি, ১৯৮২ সালে। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
- বেতবুনিয়া কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
- সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে।
- বাংলাদেশ থেকে মহাশূন্যে যে স্যাটেলাইট উপগ্রহ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার নাম 'বঙ্গবন্ধু-১'
- বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র সমূহ

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা সাল
বেতবুনিয়া	রাঙামাটি	১৪ জুন ১৯৭৫
তালিাবাদ	গাজীপুর	জানুয়ারি ১৯৮২
মহাখালী	ঢাকা	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

সিলেট

সিলেট

১৯৯৭

সাবমেরিন কেবল-এ বাংলাদেশের সংযুক্তি

□ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ

- ✓ প্রকল্পের নাম : সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন (SEA-ME-WE 4)।
- ✓ SEA-ME-WE 4-এর পূর্ণরূপ : South East Asia Middle East Western Europe 4.
- ✓ কনসোর্টিয়ামের সদস্য: ১৪টি দেশের ১৬ টি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানি।
- ✓ বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়: ২১ মে ২০০৬।
- ✓ সদস্য দেশসমূহ : সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, ইউএই, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, ইতালি, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও ফ্রান্স।
- ✓ সাবমেরিন কেবলের মোট দৈর্ঘ্য : ১৮,৮০০ কিলোমিটার।
- ✓ বাংলাদেশ ব্রাঞ্চার দৈর্ঘ্য : ১২৬০ কিলোমিটার (গভীর সমুদ্রের মূল কেবল হতে কক্সবাজার পর্যন্ত)।
- ✓ অবস্থান : বিলংসা, কক্সবাজার।

□ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ

তথ্য প্রযুক্তি খাতে জয়যাত্রার নতুন স্মারক হিসেবে ১০, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বাংলাদেশে সংযুক্তি লাভ করে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল South East Asia Middle East Western Europe-5 (SEA-ME-WE-5)-এ। ফ্রান্সের মার্সেলি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এ সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কিলোমিটার এবং এটি ১৮টি দেশের ১৯টি ল্যান্ডিং স্টেশনে যুক্ত। বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE-4) এর চেয়ে এটি ১০ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। এর ব্যান্ডউইথ সরবরাহের ক্ষমতা ২৪ টেরাবিটস পার সেকেন্ড। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলি ইউনিয়নের পোড়া আমখোলা পাড়া গ্রামে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়- ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০।
- সাবমেরিন কেবল প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিফোন কোড- +৮৮ বা ০০৮৮।
- বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নাম- বিটিসিএল।
- বিটিসিএল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ জুলাই, ২০০৮।
- টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি, ২০০২।
- বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট- www.bangladesh.gov.org।
- হাইটেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে- ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈর (গাজীপুর) উপজেলায়।
- বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড- .bd (১৯৯৯-এ চালু হয়)।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

□ ডাকটিকেট

স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকেট (২০ পয়সা) প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। এর ডিজাইনার ছিলেন রিপিট চিন্তনিশ। এতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি ছিল। ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এ ডাকটিকেট ছাপা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৮টি ডাকটিকেট প্রকাশ করে। এগুলো ডিজাইন করেছেন বিমান মল্লিক। এগুলো ইংল্যান্ডের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল।

□ ডাক বিভাগ

‘সেবাই আদর্শ’ মূলমন্ত্র নিয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ পদের নাম ‘পোস্ট মাস্টার জেনারেল’। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউপিউই) সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা জিপিওতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাক যাদুঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঢাকার জিপিওতে এ যাদুঘরটি ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের ডাক কোড ব্যবস্থা চালু

হয়। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে রাজশাহীতে দেশের একমাত্র ‘পোস্টাল একাডেমি’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

❑ ডাক বিভাগের সেবাসমূহ

- ✓ জিইপি: ১৯৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট' চালু করে দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি ডাক বিলির ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ ইএমএস: চিঠিপত্র, ডকুমেন্টস এবং জিনিসপত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো সম্ভব হয়।
- ✓ ই-পোস্ট: ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট ইলেক্ট্রনিক মেইল সার্ভিস চালু হয়। ই-পোস্টের মাধ্যমে নিজস্ব কোন ই-মেইল ঠিকানা বাদেও পোস্ট অফিসের ই-মেইল ব্যবহার করে যে কোন মানুষ অতি দ্রুত ডকুমেন্টস এবং খবরাদি পাঠাতে পারে।
- ✓ ইএমটিএস: ২০১০ সালের ২৬ মার্চ ডাক বিভাগ ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস চালু করেছে। যার মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যভহার করে স্বল্প খরচে অতিদ্রুত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।
- ✓ ই-পে: ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'পোস্ট ই-পে' নামে মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে ডাক বিভাগ। বর্তমানে এটি 'নগদ' নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশের ডাক বিভাগের মনোত্রামে লেখা রয়েছে- 'সেবাই আদর্শ', এটি ডাক বিভাগের মূলমন্ত্র।
- স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট ছবি ছিল- শহীদ মিনারের।
- GPO-এর পূর্ণরূপ- General Post Office.
- স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়- চুয়াডাঙ্গা।
- ফিলাটেলি হলো- ডাকটিকেট সংগ্রহ ও অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিদ্যা।
- বাংলাদেশে পোস্ট কোড চালু হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে।
- বর্তমান বাংলাদেশে ২৭৪৯টি পোস্ট অফিসে ইলেকট্রনিক্স মানি অর্ডার সার্ভিস চালু আছে।

Teacher Student Work

০১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়-

- ক. ১৭৮৫ খ. ১৮৮৫
গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯০৬

০২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন-

- ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. অষ্টোভিয়ান হিউম ঘ. ইন্দিরা গান্ধী

০৩. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি-

- ক. এ্যালান অষ্টোভিয়ান হিউম খ. আনন্দমোহন বসু
গ. মতিলাল নেহেরু ঘ. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০৪. কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক. ১৯০৩ সালে খ. ১৯০৪ সালে
গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯০৬ সালে

০৫. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শহরে?

- ক. ফরিদপুরে খ. ঢাকায়
গ. করাচিতে ঘ. কোলকাতায়

০৬. কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন?

- ক. মাওলানা ভাসানী খ. নবাব সলিমুল্লাহ
গ. সৈয়দ আমীর আলী ঘ. হাজী মুহম্মদ মহসীন

০৭. আওয়ামী লীগের মূল বা আদি নাম কি?

- ক. আওয়ামী পার্টি খ. আওয়ামী জাতীয় পার্টি
গ. আওয়ামী মুসলিম লীগ ঘ. আওয়ামী লীগ

০৮. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-

- ক. মাওলানা ভাসানী খ. শেখ মুজিবুর রহমান

গ. শামসুল হক

ঘ. সোহরাওয়ার্দী

০৯. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?

- ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ. শামসুল হক ঘ. আবুল হাশিম

১০. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর সহমান নিচের কি ছিলেন?

- ক. যুগ্ম সম্পাদক খ. সম্পাদক
গ. সহ-সভাপতি ঘ. সভাপতি

১১. বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছিল-

- ক. যুক্তফ্রন্ট গঠন খ. ভাষা আন্দোলন
গ. আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘ. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১২. ম্যানিফেস্টো কি?

- ক. নির্বাচনী প্রচারকার্য
খ. রাজনৈতিক দলের নীতিমালা ও কর্মসূচীর কার্যবিবরণী
গ. রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার
ঘ. রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১১. প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়?

- ক. মন্ত্রিসভাকে খ. বিরোধী দলকে
গ. শাসন বিভাগকে ঘ. প্রগতিশীল সংস্থাসমূহকে

১২. বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম হলো-

- ক. দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা খ. বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা
গ. দলীয় শাসনব্যবস্থা ঘ. একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

১৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিরোধী দলের প্রধান কে?

- ক. বেগম খালেদা জিয়া খ. এইচ এম এরশাদ
গ. বেগম রওশন এরশাদ ঘ. এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ

১৪. বিরোধী দলের বর্তমান সংসদীয় নেতা কে?

- ক. এইচ এম এরশাদ খ. বেগম রওশন এরশাদ

গ. সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী ঘ. বেগম খালেদা জিয়া

১৫. বিরোধী দলকে রাজা ও রানির দল বলা হয় কোথায়?

- ক. আমেরিকায় খ. ব্রিটেনে
গ. ইংল্যান্ডে ঘ. থাইল্যান্ডে

১৬. সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব-

- ক. ক্ষমতাসীন দলের খ. বিরোধী দলের
গ. ক ও খ উভয়ের ঘ. স্পিকারের

১৭. সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা যার অন্যতম কাজ-

- ক. ক্ষমতাসীন দলের খ. বিরোধী দলের
গ. প্রধান বিচারপতির ঘ. রাষ্ট্রপতির

১৮. বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা মূলত-

- ক. কার্যকর খ. অকার্যকর
গ. প্রশংসনীয় ঘ. অনান্য দেশের ন্যায়

১৯. কে রাজনৈতিক দলের নেতা নন?

- ক. প্রধানমন্ত্রী খ. বিরোধী দলীয় নেতা
গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. চিপ হুইপ

২০. আওয়ামী লীগের মনোত্রামের চারটি তারকা কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?

- ক. স্বাধীনতা সংগ্রামের খ. ভাষা আন্দোলনের
গ. ৭ মার্চের ভাষণের ঘ. সংবিধানের ৪ মূলনীতির

২১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র কি ধরনের সংস্থা?

- ক. অর্থনৈতিক খ. মানবাধিকার
গ. ধর্মীয় ঘ. খেলাধুলা

২১. Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন-

- ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৫ ভাগে ঘ. ৬ ভাগে

Practice Question

০১. বাংলাদেশের কোথায় প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন একচেঞ্জ স্থাপন করা হয়?

- ক. মিঠাপুকুর, রংপুর খ. গাবতলী, বগুড়া
গ. সাভার, ঢাকা ঘ. হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

০২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কখন চালু হয়?

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৯৮ সালে ঘ. ২০০২ সালে

০৩. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিজিটাল জেলা কোনটি?

- ক. ঢাকা খ. বগুড়া
গ. যশোর ঘ. ময়মনসিংহ

০৪. SPARSO কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?

- ক. শিল্প মন্ত্রণালয় খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গ. পরিবেশ মন্ত্রণালয় ঘ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

০৫. বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়?

- ক. ৪ জানুয়ারি, '৮৮ খ. ৪ জানুয়ারি, '৮৯
গ. ৪ জানুয়ারি, '৯০ ঘ. ৪ জানুয়ারি, '৯১

০৬. বাংলাদেশ ডাক ও টেলিফোন বোর্ডের বর্তমান নাম কী?

- ক. BTTB খ. BTCC
গ. BTCL ঘ. BTRC

০৭. DOEL ল্যাপটপ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান-

- ক. টেশিস খ. বিটিআরসি
গ. বিসিসি ঘ. ইন্টেল কর্পোরেশন

০৮. তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে দেশে প্রথম হাইটেক পার্ক (Hi-Tech Park) কোথায় অবস্থিত?

ঘ. বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিটি

৩০. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?

- ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ. লালবাগের কেল্লা
গ. সোনা মসজিদ ঘ. শহীদ মিনার

৩১. ফিলাটেলি শব্দটি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?

- ক. ফিলাডেলফিয়া খ. ডাক বিভাগ
গ. টেলিফোন সংলাপ ঘ. ম্যানিলা

৩২. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকেটের ডিজাইনার কে ছিলেন?

- ক. বিমান মল্লিক খ. হাশেম খান
গ. মইনুল হোসেন ঘ. আবদুর রাজ্জাক

৩৩. বাংলাদেশে পোস্টাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?

- ক. রাজশাহী খ. ঢাকা গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৩৪. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে—

[৩৮তম বিসিএস]

- ক. রাজনৈতিক দল খ. সুশীল সমাজ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসন বিভাগ

৩৫. চাপস্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কি?

- ক. সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ. সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার
গ. গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ. রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার

৩৬. কোনটি সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?

- ক. বিচারকগণ খ. আমলাগণ
গ. আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ঘ. চাপস্টিকারী গোষ্ঠী

৩৭. চাপ স্টিকারী গোষ্ঠী নিচের কোনটির কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?

- ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩৮. ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে কোন চাপস্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

- ক. শ্রমিক পরিষদ খ. কর্মচারী পরিষদ
গ. শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ঘ. শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

৩৯. সুশীল সমাজ হলো—

- ক. রাজনৈতিক দল খ. ধর্মীয় সম্প্রদায়
গ. উন্নয়নমূলক চাপস্টিকারী গোষ্ঠী ঘ. সরকারি সংস্থা

৪০. 'সুজন' কি?

- ক. একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম খ. সুশাসনের জন্য নাগরিক

গ. এক প্রকার আম

ঘ. রাজনৈতিক দল

৪১. TIB-এর পূর্ণরূপ কি?

- ক. Transparency International Bangladesh
খ. Transparenc International Bangladesh
গ. Transparency of Intelligence Branch
ঘ. Transparency of Intelligence Bureau

৪২. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হলো—

- ক. সমন্বিত গোষ্ঠী খ. ধর্মীয় গোষ্ঠী
গ. বিশেষায়িত গোষ্ঠী ঘ. আন্তর্জাতিক চাপস্টিকারী গোষ্ঠী

৪৩. দুর্নীতিহ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন?

- ক. Greenpeace খ. Transparency International
গ. Amnesty Internatinal ঘ. Interpol

৪৪. 'Amnesty International' কি ধরনের সংস্থা?

- ক. অর্থনৈতিক খ. সাহিত্য সম্পর্কিত
গ. মানবাধিকার ঘ. আইন সম্পর্কিত

৪৫. 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কি ধরনের সংস্থা?

- ক. অর্থনৈতিক খ. মানবাধিকার
গ. ধর্মীয় ঘ. খেলা

৪৬. কোন সরকার ব্যবস্থায় চাপস্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে?

- ক. রাজতন্ত্র খ. স্বৈরতন্ত্র
গ. এককেন্দ্রিক ঘ. উদারনৈতিক গণতন্ত্র

৪৭. উদ্দেশ্য অনুসারে চাপস্টিকারী গোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

- ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৪৮. শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট কোন ধরনের চাপস্টিকারী গোষ্ঠী?

- ক. উন্নয়নমূলক খ. পরিবর্তনমূলক
গ. সংরক্ষণমূলক ঘ. পরিবর্ধনমূলক

৪৯. চাপস্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে অ্যালমড পাওয়েল কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন?

- ক. তিন খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৫০. কীসের ভিত্তিতে চাপস্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর শ্রেণীবিভাগ করলে সহজে প্রকৃতি ও ধরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়?

- ক. প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে খ. প্রকৃতির ভিত্তিতে
গ. গুরুত্বের ভিত্তিতে ঘ. ভূমিকার ভিত্তিতে

৫১. সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বা করতে চায় নিচের কোনটি?

- ক. নির্বাচন কমিশন খ. এনজিও
গ. হাইকোর্ট ঘ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৫২. জাতীয় সংসদে নিরপেক্ষতার প্রতীক কে?

- ক. প্রধানমন্ত্রী খ. বিরোধী দলীয় নেতা
গ. স্পিকার ঘ. মন্ত্রীবর্গ

৫৩. দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪ বার) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন কে?

- ক. শেখ হাসিনা খ. খালেদা জিয়া
গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. মওদুদ আহমেদ

৫৪. সংবিধান সংশোধন ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে তখনই পাশ কাটাতে পারে, যখন নিজ দলের সাংসদ সংখ্যা হয়-

- ক. ১/২ অংশ খ. ২/৩ অংশ
গ. ১/৩ অংশ ঘ. কোনটিই নয়

৫৫. আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?

- ক. চা-চিনি খ. দা-কুমড়া
গ. রুই-কাতলা ঘ. দেশপ্রেমিক

৫৬. ওয়াকআউট কি?

- ক. বিরোধী দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের নাম
খ. সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জন
গ. চিফ জুজের ভাষণ
ঘ. স্পিকার কর্তৃক রুল জারি

৫৭. বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম কী?

- ক. বাংলাদেশ রেডিও খ. রেডিও বাংলাদেশ
গ. বেতার বাংলাদেশ ঘ. কোনটিই নয়

৫৮. বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের কোথায় অবস্থিত?

- ক. শ্যামলী খ. আগারগাঁও
গ. মিরপুর ঘ. শাহবাগ

৫৯. Which one of the following is the first community radio of Bangladesh?

- ক. Radio Foorti খ. ABC Radio
গ. Radio Padma ঘ. Radio Amar

৬০. দেশের প্রথম এফএম রেডিও কোনটি?

- ক. এবিসি রেডিও খ. রেডিও ফুর্তি
গ. রেডিও আমার ঘ. রেডিও টুডে

৬১. 'রেডিও ফুর্তি' কী?

- ক. এফএম ব্যান্ডের বেতারকেন্দ্র খ. টিভি চ্যানেল
গ. আড্ডাখানা ঘ. কোনটিই নয়

৬২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

- ক. ১৯৪৭ খ্রি. খ. ১৯৫৮ খ্রি.
গ. ১৯৬৪ খ্রি. ঘ. ১৯৬৫ খ্রি.

৬৩. ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়-

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৬৪. বাংলাদেশের প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়

- ক. ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ খ. ১ নভেম্বর, ১৯৮০
গ. ১ জানুয়ারি ১৯৮০ ঘ. ১ জানুয়ারি ১৯৭৯

৬৫. বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুবর্ণজয়ন্তী কোন দিন?

- ক. ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ. ১২ ডিসেম্বর, ২০১৩
গ. ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ ঘ. ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩

৬৬. বাংলাদেশে কখন থেকে ডিশ এন্টিনা ব্যবহৃত চালু হয়?

- ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৪

৬৭. ঢাকা টেলিভিশনের প্রথম নাটক কোনটি?

- ক. একতলা দোতলা খ. জমিদার দর্পণ
গ. কবর ঘ. কাবুলিওয়ালা

৬৮. দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের নাম কী?

- ক. এটিএন বাংলা খ. চ্যালেঞ্জ আই
গ. একুশে টিভি ঘ. রূপসী বাংলা

৬৯. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল কোনটি?

- ক. বিটিভি খ. এনটিভি
গ. চ্যানেল আই ঘ. আরটিভি

৭০. 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' চালু হয় কখন?

- ক. ১১ এপ্রিল, ২০০৪ খ. ৯ মার্চ, ২০০৪
গ. ৭ মার্চ, ২০০৪ ঘ. ২৩ মার্চ, ২০০৪

৭১. বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইটের অন্তর্ভুক্তি কোন সালে?

ক. ২০০২ খ. ২০০১
গ. ২০০৩ ঘ. ২০০৪

৭২. NTV কবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে?

ক. ৩ জুলাই, ২০০৩ খ. ৩ জুন, ২০০৩
গ. ৯ জুলাই, ২০০৩ ঘ. ৯ জুন, ২০০৩

৭৩. কোনটি সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল নয়?

ক. সময় টিভি খ. এটিএন নিউজ
গ. চ্যলেন আই ঘ. ইনডিপেনডেন্ট

৭৪. আজ এবং আগামীর কোন টেলিভিশন চ্যানেলের স্লোগান?

ক. আরটিভি খ. সময় টিভি
গ. এটিএন বাংলা ঘ. এনটিভি

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ
২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ
৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ঘ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	খ
৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	ঘ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	খ
৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	খ	৫৯	গ	৬০	ঘ
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	ঘ	৬৪	ক	৬৫	ক
৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ক
৭১	ঘ	৭২	ক	৭৩	গ	৭৪	ক		